দৈনিক খবর
C70
তারিখ 26 AUG 198
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

নকল বন্ধ, মেধা লালনের এখনই সময়

ভাষ্যকার

আমার এক পরিচিত লোক কলকাতায় একবার একটা দেওয়ালে লিখন দেখেছিলেন ঃ 'বাঙালী জাগো'। তার নীচেই অন্য কেউ লিখে রেখেছিলেনঃ 'সাবধান! কাঁচা ঘুম ভাঙিও না।' তাঁর সেই অপূর্ব গল্প বলার ভঙ্গীতে প্রচুর হেসেছিলাম। এ গল্পটিতে বাঙালীর 'সেন্স-অব-হিউমার'-এর পরিচয় রয়েছে। কিন্তু সময় পার হওয়ার সাথে সাথে ওই গল্পটি বারে বারে আমার মনে ধাক্কা দিয়ে গেছে। কেন যে গল্পটি মনে পড়েছে সেই কথাটি বলি।

আমাদের চোখের সামনে একদিন শিক্ষার এলাকাটাও 'মাসলম্যানদের' হাতে চলে গেল। গলব্রেদ তৃতীয় বিশ্ব সম্পর্কে একটি মন্তব্য করেছিলেন মাত্র দু'টি কথায়- ফাংশেনিং অ্যানার্কি। এই মন্তব্যটির সার্থক উদাহরণ দেখলাম আমাদের শিক্ষাঙ্গনে। দেখে দেখে মনে পড়েছে সেই বিখ্যাত লাইন- দি টাইম ইজ আউট অব জয়েন্ট। সময় যেন পাগলা ঘোড়ার মতো পা ছুঁড়ছে। সময় যেন সন্ধিতে সন্ধিতে খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে ক্রমাগত অসংলগ্ন হয়ে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় যায় শিক্ষাঙ্গনের সর্বত্র দুঃসহ লঙ্কাকান্ড আর সর্বনাশের আলামত দেখে ঘরে ঘরে পিতৃপুরুষ নিরুপায় দুঃস্বপ্নের ঘোরে কাল কাটিয়েছে এতদিন। চোখের সামনে এখনকার প্রজন্মকে বিপন্ন দেখেও কেউ কিছু করলো না বা করতে পারলো না। আশাবিহীন সমাজে ছাত্র-ছাত্রীরাই তো আশার আলো। মানুষ বুঝি সে আশার আলো নিবু নিবু দেখে একেবারে হাত- পা ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। সে ঘুম কাঁচা ঘুম নয়। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল কুম্ভকর্ণের ঘুম বুঝি আর কোনদিন ভাঙবে না। হয়তো ভুল বললাম- এ ঘুম কুম্ভকর্ণের ঘুমও নয়- একে একেবারে কালঘুম বলাই ঠিক।

বারবার মনে হয়েছে এ ঘুম কি সত্যিই ভাঙবে না কোনদিন? কে ভাঙাবে? নেতৃত্ব কোথায়? অস্তিত্বের চরমতম সংকটেও কি একজন মানুষ নেই- যিনি ডাক দিয়ে বলবেন ঃ শিক্ষাঙ্গনের দাপাদাপির অবসান করতেই হবে। হে মানুষ জাগো। শিক্ষাক্ষেত্রে বর্গীর হামলা থেকে তোমার সন্তানকে বাঁচাও! কিন্তু বারে বারে নিরাশ হয়েছি।

এখন কিন্তু আশা করতে বড় ইচ্ছে করে। কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসানের জন্য ডাক দিয়েছেন ফার্স্ট লেডী বেগম রওশন এরশাদ। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, অবাধ নকল, দুর্নীতি তাঁর মনে ঝড়-প্লাবন সৃষ্টি করেছে। হয়তো তাঁর মন বলেছে এমনিভাবে নকলপ্রবণতা দেশকে অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবিয়ে দেবে। তাই তিনি অতি সম্প্রতি পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং এই সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করার জন্য মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। বেগম রওশন এরশাদ বলেন যে, পরীক্ষার হলে নকল দেশের শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত করেছে। তিনি বলেন, আমাদের বংশধরদের রক্ষা করার জন্য এ ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াই করার এখনই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। ফার্স্ট লেডী দেশের চারটি বোর্ডে ১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকারী ছাত্রদের সম্মানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক সম্বর্ধনায় প্রধান অতিথির ভাষণ দানকালে ওই মন্তব্য করেন।

ফার্স্ট লেডীর মন্তব্য নিঃসন্দেহে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পরীক্ষায় নকল বন্ধ করার জন্যে দৃঢ়তর ব্যবস্থা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করবে। পরীক্ষা সুচারুভাবে নিয়ন্ত্রণে এবারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে তৎপরতা দেখিয়েছেন তা সকলেরই প্রশংসা কুড়িয়েছে। নকল বন্ধ করবার জন্যে তাঁরা যে কড়াকড়ি ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে সকলেরই মনে হয়েছে তাঁরা সস্তা বাহবা অর্জনের মোহে তা করেননি। নকলবাজির কলুষতা সত্যিই তাঁদের অন্তরকে বিক্ষুব্ধ করেছে, তাই তাঁরা নকল বন্ধের জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী এবারে যে নকল প্রতিরোধে নিজেই যত্নবান হয়েছিলেন, সেজন্যে তিনি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। তিনি নিজে গিয়েছিলেন খবর পেয়ে যে, জনৈক পরীক্ষক পরীক্ষার্থীদের খাতায় নম্বর দেয়া নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। হাতেনাতে দোষী সেই শিক্ষককে ধরেছিলেন তিনি। এসব কারণে অনেকের মতে পরীক্ষায় এবারে পাসের হার কমে গেছে। তা যদি যায় যাক। পাসের হার বাড়লেই তো আর দেশ শিক্ষার বন্যায় ভেসে যাবে না। পরীক্ষায় কড়াকড়ি হলে সত্যিকারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরাই উপকৃত হবে এবং জঞ্জাল সাফ হবে। পরীক্ষায় যারা নকল করে, তারা সমাজের জঞ্জালই নয়, তারা চৌর্যবৃত্তির অপরাধে অপরাধী। এমনি কড়াকড়ি ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে হয়তো শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিকতা ফিরে আসতে দীর্ঘদিন লাগবে না। প্রকৃত মেধা পালনের জন্যে পরীক্ষায় পেশীশক্তির ব্যবহারকারীদের অবশ্যই দমন করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী এবারের পরীক্ষায় নকল দমনে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে মেধা লালনের পথ সুগম করেছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবারে চারটি বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মানে সম্বর্ধনা জানিয়ে জাতির সামনে এক মহৎ দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। একথাটা জোর দিয়েই বলা যায় যে, জাতির স্বার্থের দিক থেকে বিবেচনা করলে, শিক্ষার গুরুত্ব প্রতিরক্ষার চেয়ে এককোঁটা কম নয়- বরং বেশি। দেশকে-সমাজকে রক্ষা করতে হলে সামরিক প্রস্তুতি যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সুচারু শিক্ষাব্যবস্থার। যে সমাজে ছাত্র-ছাত্রীরা অবহেলিত, বিশেষ করে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা ঔদাসিন্যের শিকার, সে সমাজের অবক্ষয় কেউ আটকাতে পারে না। শিক্ষামন্ত্রী মেধা পুরস্কারের এই যে সূচনা করলেন, আমরা আশা করবো এতে যেন কোন ছেদ না পড়ে।

আমাদের দেশে নানা কারণেই মেধাপুষ্টি তেমন একটা হয় না। আমাদের দেশে ক্ষুদ্রবিত্ত কোটি কোটি পরিবারের শিশুরা দারিদ্র্যের কারণে অপুষ্টিতে ভোগে। ওদের মধ্যে যারা স্কুলে যায় প্রাইমারী স্তরের শেষ সীমায় তাদের অনেকেই পৌঁছতে পারে না। তার আগেই জীবিকার অন্বেষায় বেরিয়ে পড়ে শিশু শ্রমিক হিসেবে পেটে-ভাতে কিংবা মাসিক বিশ- পঁচিশ টাকার মাইনেতে। ওদের কথা মনে হলে স্বভাবতঃই মনে পড়ে যায় টমাস গ্রে'র সেই বিখ্যাত লাইনগুলো-'ফুল মেনি আ জেম অব পিওরেষ্ট রে সিরিন/ দ্য ডার্ক আনফ্যাদমড্ কেভ্‌স্ অব ওস্যান বিয়ার/ ফুল মেনি আ ফ্লাওয়ার ইজ বরন টু ব্লাশ আনসিন/ এন্ড ওয়েষ্ট ইটস সুইটনেস অন দ্য ডেজার্ট এয়ার।' প্রতিভা অপচয়ের দারুণ দুঃখ মাত্র এই কয়টা লাইনে যেমন করে ধরে রাখা আছে, তেমন করে আর আমরা বলতে পারি কোথায়! সে যাক। আমাদের দেশে কত প্রতিভা এমনি করে হারিয়ে যায়, বুনো ফুল যেমন বনে ফুটে গন্ধ বিলিয়ে সকলের অজান্তে ঝরে যায়। আগের দিনে জমিদারের অত্যাচার ছিল, আবার পাশাপাশি অনেক জমিদার শিক্ষার জন্য অবদান রাখতেন। দেশের বড় বড় স্কুল- কলেজগুলো তাঁদের শিক্ষানুরাগের সাক্ষ্য বহন করে। তাঁরা অনেক মেধাবী ছাত্রের জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থাও করতেন। আজকাল শিক্ষা বিস্তার নিয়ে অনেকের মুখেই বোলচালের খই ফোটে কিন্তু মেধা লালন ক্ষেত্রে নেতাদের কেউ অর্থ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন-তেমন উদাহরণ সচরাচর দেখা যায় না। এখনকার বিত্তবানরা রাজনৈতিক অর্থ ভান্ডার পূরণ করতেই বরং বেশী আগ্রহী। এমন অবস্থার মধ্যে যদি কেউ দুঃস্থ, অসহায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর পাশে এসে দাঁড়ান তাহলে তাঁর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ বাড়বেই। ফার্স্ট লেডী বেগম রওশন এরশাদ ওসমানী মেমোরিয়াল হলে মেধা পুরস্কার প্রদানের সময় রাবেয়া নামের একটি মেধাবী ছাত্রীকে তার লেখাপড়ার জন্যে যাবতীয় সাহায্যের আশ্বাস দেন। রাবেয়ার জন্যে সেটা ছিল এক স্মরণীয় মুহূর্ত। আমরা মনে করি ফার্স্ট লেডীর এই বদান্যতা এবং প্রতিভার স্বীকৃতি দেশের বিত্তবান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে অনুপ্রাণিত করবে।

এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, দেশকে প্রগতির পথে উত্তরণ করাতে গেলে দেশের মেধাবী ও প্রতিভাবান সন্তানদের উৎসাহ ও স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন। একথা সত্যি যে, প্রতিভা পুঁটি মাছের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মে না। আবার একথাটাও ফেলনা নয় যে- প্রতিভা হলো ওয়ান পার্সেন্ট ইন্‌স্পিরেশন, নাইনটিনাইন পার্সেন্ট পারস্পিরেশন। অক্লান্ত পরিশ্রম আর ধৈর্যের সাথে প্রতিভা উন্মেষের পাকাপাকি একটা সম্পর্ক রয়েছে। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই মেধা সম্বর্ধনা অনেক ব্যর্থ ছাত্র-ছাত্রীর চোখ-কান খুলে দেবে এবং তারা অনুপ্রাণিত হবে বলে আশা করা যায়। যারা মেধা তালিকায় শীর্ষের দিকে তাদের এই স্বীকৃতি অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীকে কঠোর পরিশ্রম করতে উৎসাহিত করবে। তাদের মধ্য থেকেও আগামীতে বেরিয়ে আসবে প্রতিভার আগুন। যারা পরীক্ষায় ফেল করেছে তারাও উঠে- পড়ে পাস করার লক্ষ্যে হয়তো পড়াশুনায় মনোনিবেশ করবে। হতাশা, নিরাশা কাটিয়ে উঠে তারা পড়াশুনা করলেই পাস করতে পারবে। আবার অনেকে আছে যারা গরীব ঘরের এবং তাদের সংখ্যাই বেশী। তারা প্রাইভেট টিউশন নিতে পারেনি আর্থিক সঙ্গতির অভাবে। ভাল স্কুলে তারা স্বাভাবিক কারণেই যেতে পারেনি। হয়তো বা তাদের অনেকে সেজন্যে মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধার উপযুক্ত বিকাশ দেখাতে পারেনি। তারাও একটু সচেষ্ট হলে হয়তো বা ভবিষ্যতে তাদের প্রতিভার বিকাশ হবে। একটি কথা তাদের মনে রাখতে হবে যে, একমাত্র শিক্ষাই তাদের দারিদ্র্য দূর করবে। অন্য কিছু দ্বারা দারিদ্র্য দূরীকরণ তাদের অনেকের জন্যেই সম্ভব হবে না। একটা কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলবো। তথাকথিত ভালো ছাত্রেরা পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেলেও তারা অনেকেই জীবনের অন্যান্য শিক্ষা থেকে কৈশোর থেকেই বঞ্চিত থাকে বলে ভবিষ্যৎ জীবনেও মেধানুযায়ী বিশেষ উজ্জ্বলতা দেখাতে পারে না। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে-কিছু সংখ্যক অসাধারণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর কথা আলাদা। আমি বলছিলাম, স্কুলের পরীক্ষার যারা ফার্স্ট সেকেন্ড হয় না, তাদের মধ্যে অনেকে দেশ ও দশের মধ্যে একটা কিছু ছাপ রেখে যেতে পেরেছেন- এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সুতরাং যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ পায়নি, তাদের হতাশ হবার কারণ নেই। অধ্যবসায় তাদের একদিন অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছেদেবে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার যারা তাদের মেধার পরিচয় দিয়েছে তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলতে চাই যে, আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণে আমরা যা করতে পারিনি, তারা তা করবে। সেজন্যেই দেশ ও জাতি তাদের দিকে চেয়ে রয়েছে। এটা স্বীকার করতেই হবে যে, এতকাল ধরে সত্যিকার প্রতিভার বিকাশে আমাদের অমার্জনীয় উদাসীনতা ছিল। শিক্ষা প্রশাসনের ব্যর্থতা নিয়ে অনেক কথাই বহুদিন বহুজনে বলেছেন। শিক্ষামন্ত্রী এবারে শিক্ষা প্রশাসনে একটা সচল আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন যার ফলে শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতি দূর হয়ে প্রতিভার বিকাশ ও মেধা লালন সম্ভব হবে বলে আমরা আশা করতে পারি।

সর্বোপরি ফার্স্ট লেডী বেগম রওশন এরশাদ ছাত্রদের প্রতি রাজনীতিতে জড়িত না হয়ে, জ্ঞান অন্বেষায় তাদের সময় ব্যয় করবার আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা হচ্ছো জাতির দর্পন, তোমাদের ওপরই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।' এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু হতে পারে না। ইতিপূর্বে অশিক্ষার অন্ধকার দূর করবার জন্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলবার আহবান এসেছে।

বলা হয়েছে, দু'হাজার সাল নাগাদ দেশকে অশিক্ষার অন্ধকার হতে মুক্ত করতে হবে। সবখানে ছড়িয়ে দিতে হবে শিক্ষার আলো। দু'হাজার সাল দুয়ারে দাঁড়িয়ে- আর মাত্র এগার বছর বাকী। আমাদের দেশে উন্নতি-অগ্রগতির যে ধারা তাতে এতদিনে আশা-ভরসা তেমন পাওয়া যায়নি। তবে ফার্স্ট লেডীর আহবানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিশ্চয়ই আরও তৎপর হবেন। সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হলে সবকিছু না হোক বহুকিছু করা সম্ভব। শিক্ষামন্ত্রী সেই দৃঢ়তার পরিচয় ভালোভাবেই রেখেছেন। এখন তাই আশা করতে বড় ইচ্ছে হয় যে, আমাদের শিক্ষাঙ্গন কলুষ মুক্ত হবে এবং মেধাবীরাও সমাজে উপযুক্ত স্বীকৃতি পাবেন।